দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 10 APR 2007 পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

শিক্ষকের দুর্নীতি? ভাবাই যায় না

কথিত দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত ওই শিক্ষক সব শিক্ষকের প্রতিনিধি নন, তিনি একজন ব্যতিক্রম, এ রকম কথা কেউ কেউ বলতে পারেন। কথাটি সঠিকও হতে পারে। কিন্তু তারপরেও বলতে হয়, এ ধরনের শিক্ষকের কাজের ফলে পুরো শিক্ষক সমাজের ওপর যে কালো ছায়া নেমে আসে, তা শিক্ষা নামের বৃত্তির জন্য গৌরবজনক নয়

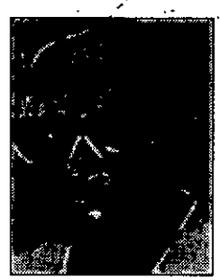

এ কী দুর্দৈব!

মনজুরে মওলা

শিক্ষকের দুর্নীতি? ভাবাই যায় না। কিন্তু ভাবা না গেলেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে এবং সম্ভবত ঘটেও।

খবরের কাগজে এই মর্মে খবর বেরিয়েছে, 'দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার কারণে [....] বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য [....]-এর আজকের থাইল্যান্ড গমনের ওপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে' (জনকণ্ঠ, ০৪-০৪-২০০৭)।

ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগের কথা বলা হয়েছে সে অভিযোগটি কী, তা খবরের কাগজের ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। ওই কথিত অভিযোগের কারণে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি না, কিংবা, কোন মামলা দায়ের করা হয়েছে কি না কিংবা, আনুষ্ঠানিকভাবে কোন অভিযোগপত্র তৈরি করা হয়েছে কি না কিংবা, ওই শিক্ষককে কারণ দর্শানোর জন্য কোন চিঠি দেয়া হয়েছে কি না— এ সব বিষয়ে ওই প্রতিবেদনে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। তবুও, সন্দেহ করা যেতে পারে, ওই অভিযোগটি গুরুতর। গুরুতর না হলে ওই শিক্ষকের দেশের বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিশ্চয়ই নিষেধাজ্ঞা জারি করত না। ওই শিক্ষক কেন বিদেশে যাচ্ছিলেন, এটি কি তাঁর ব্যক্তিগত সফর ছিল নাকি, তিনি তাঁর পদের দায়িত্ব পালনের জন্য বিদেশে যাচ্ছিলেন, কিংবা অধ্যাপনা সংক্রান্ত কোন কাজে তাঁর বিদেশে যাওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল— এ সব কিছু জানা যায়নি। বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়া কেবল তখনই যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা করা যায়, যখন কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি বিদেশে চলে যাবার সুযোগ পেলে তাঁর দেশে ফিরে না আসার কোন আশঙ্কা থাকে। বর্তমান ক্ষেত্রে কি এ ধরনের কোন আশঙ্কা ছিল?

ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কথিত দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ম অনুযায়ী আনীত না হওয়া পর্যন্ত, ওই অভিযোগে ওই শিক্ষকের আদালতে বিচার না হওয়া পর্যন্ত এবং আদালতে ওই শিক্ষক দোষী প্রমাণিত হয়ে দণ্ডপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ওই শিক্ষককে দুর্নীতিপরায়ণ বলা যাবে না। হতে পারে, তিনি খুব সৎ ও সাধু ব্যক্তি। হতে পারে, তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে অভিযোগের কথা শোনা যাচ্ছে, তা অমূলক ও ভিত্তিহীন। হতে পারে, আদালতে তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হবেন। এ সবই সম্ভাবনার কথা এবং দুর্নীতির অভিযোগের কথা শোনা যাচ্ছে বলেই এই সব সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

কিন্তু তারপরেও একটি কথা থেকে যায়। একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হতে পারে, এটিই দারুণ বিস্ময়ের বিষয়। কোন না কোন কারণ না থাকলে, তা আপাতদৃষ্টিতে যতই ভিত্তিহীন হোক না কেন, এ ধরনের অভিযোগ আনীত হবার প্রশ্ন ওঠে না এবং সম্ভবত কোন সুযোগও থাকে না। এই যে একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনীত হলো, এটিই আমার বিবেচনায়, ভীষণ লজ্জার ব্যাপার। শুধু লজ্জারই নয়, উদ্বেগেরও ব্যাপার। শিক্ষকের মর্যাদা যদি সমুন্নত না থাকে, শিক্ষক যদি সব ধরনের নৈতিক স্খলন থেকে মুক্ত না থাকেন এবং নিজেকে দূরে সরিয়ে না রাখতে পারেন, তাহলে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাই কলঙ্কিত হয়ে যায়। একজন শিক্ষক অসাধারণ পণ্ডিত হতে পারেন; একজন শিক্ষকের গবেষণা কাজ অসামান্য হতে পারে; একজন শিক্ষক শিক্ষক হিসেবে, খুবই সফল এবং শিক্ষার্থীদের কাছে খুবই প্রিয় হতে পারেন; কিন্তু নৈতিকতার দিক থেকে যদি তাঁর অবস্থান সব প্রশ্নের ওপরে না হয়, তাহলে তাঁর অন্য গুণাবলী অবশ্যই ব্যর্থ ও অর্থহীন হয়ে যায়।

এ দেশের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক, যাঁর বাগ্মিতা অসাধারণ ছিল, যিনি নাটকে অনুরক্ত ছিলেন এবং নিজেও নাট্যকার ছিলেন, যিনি একসময় একটি গোপন, সাম্যবাদ-প্রয়াসী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং জেলখানায় বন্দী ছিলেন, যিনি এক বিদেশী ভাষায় সাহিত্য অধ্যয়ন করেছিলেন এবং পরে কারাগারে বন্দী অবস্থায় বাংলা সাহিত্যে পরীক্ষা দিয়ে খুবই উজ্জ্বল ফল করেছিলেন এবং যিনি বুদ্ধিজীবী হত্যার সময় ঘাতকদের হাতে নিহত হয়েছিলেন, তিনি একসময় অকপটে স্বীকার করেছিলেন, জীবনের মোহের কাছে তিনি পরাজিত হয়েছেন। জীবনে নানা মোহ তো থাকেই এবং সব মানুষেরই কিছু না, কিছু মানুষী দুর্বলতা থাকে। জীবনের মোহের কাছে পরাজিত হওয়া তাই অসম্ভব কিছু নয়, একজন শিক্ষকের পক্ষেও নয়। কিন্তু ওই অবিস্মরণীয় অধ্যাপক জীবনের মোহের কারণে কোন রকম অসাধুতার বা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন, এ কথা কেউ বলতে পারবে না। যে অধ্যাপকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে এবং যাঁকে বিদেশে যেতে দেয়া হয়নি, তিনিও ধরে নেয়া যায়, জীবনের মোহের কাছে পরাজিত হয়েছেন এবং পরাজিত হয়েছেন বলেই এমন কোন কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন, যার নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

একজন শিক্ষকের দুর্নীতি করার সুযোগ কোথায়? এমন একজন শিক্ষার্থী, যার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার কথা নয়, তাকে হয় তো একজন শিক্ষক বড়জোর পরীক্ষায় পাস করিয়ে দিতে পারেন, কিংবা পরীক্ষায় ওই শিক্ষার্থীর যে শ্রেণী পাওয়ার কথা, তার চাইতে উঁচু শ্রেণী তাকে পাইয়ে দিতে পারেন। এমনটিও নিশ্চয়ই কোন শিক্ষকের কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয় এবং প্রত্যাশিত হতে পারে না। কিন্তু কোন শিক্ষকের পক্ষে আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িত হয়ে পড়ার সুযোগ খুব একটা বিস্তৃত নয় বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু ওই শিক্ষক তো কেবল শিক্ষক নন, তিনি একটি নির্বাহী পদেও অধিষ্ঠিত। তিনি যদি আদৌ কোন দুর্নীতির কাজ করে থাকেন, তাহলে তিনি কি ওই নির্বাহী পদে অধিষ্ঠিত থাকার সুযোগ নিয়েই তা করেছেন? কোন কোন শিক্ষককে তো কোন কোন সময় শিক্ষা সংক্রান্ত কোন কোন নির্বাহী দায়িত্ব পালন করতেই হয়। এ ধরনের দায়িত্ব পালন করার সময় একজন শিক্ষক কি ভুলে যেতে পারেন যে, তিনি প্রথমত এবং প্রধানত শিক্ষক, শিক্ষক হিসেবেই তাঁর মূল পরিচয় এবং এই পরিচয়কে তিনি কখনই কলঙ্কিত করতে পারেন না?

এ থেকে এ রকম একটি সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, ক্ষমতা খুবই মারাত্মক একটি বিষয় এবং ক্ষমতা সাধারণ, দুর্বল মানুষকে তো বটেই, বিজ্ঞ ও পণ্ডিতজনকেও লোভের কঠিন ফাঁদে ফেলতে পারে এবং ভ্রান্ত পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কথিত দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত ওই শিক্ষক সব শিক্ষকের প্রতিনিধি নন, তিনি একজন ব্যতিক্রম, এ রকম কথা কেউ কেউ বলতে পারেন। কথাটি সঠিকও হতে পারে। কিন্তু তারপরেও বলতে হয়, এ ধরনের শিক্ষকের কাজের ফলে পুরো শিক্ষক সমাজের ওপর যে কালো ছায়া নেমে আসে, তা শিক্ষা নামের বৃত্তির জন্য গৌরবজনক নয়।

[লেখক কবি, কলামিস্ট ও সাবেক সচিব]